আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"মুনাফিক সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ"**

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আলে-ইমরান ৩:১৬৭

১. তারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নাই ।

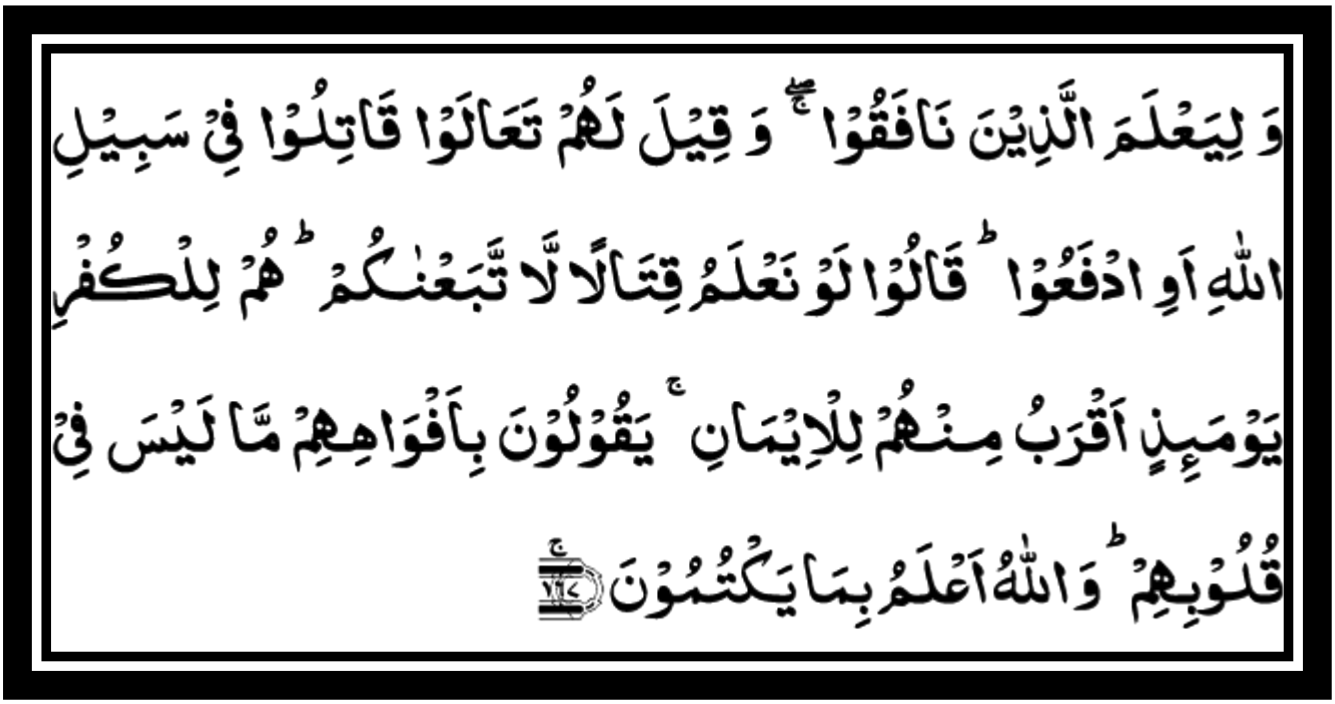
وَ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚۖ وَ قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ
يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ
قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿۱۶۷﴾

এবং মুনাফিকদেরকে জানিবার জন্য এবং তাহাদেরকে বলা হইয়াছিল, 'আস, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর। তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি যুদ্ধ জানিতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করিতাম।' সেদিন তাহারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটতম ছিল। যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহারা যাহা মুখে বলে; তাহারা যাহা গোপন রাখে আল্লাহ তাহা বিশেষ ভাবে অবহিত। (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৬৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন-নিসা ৪:৬১, ৮৮, ১৩৮, ১৪০, ১৪২ ও ১৪৫</u>

২. যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব এবং রাসূলের দিকে আস।' মুনাফিকরা তখন তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

তাহাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যাহা অবতীর্ন করিয়াছেন তাহার দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার নিকট হইতে মুখ একেবারে ফিরাইয়া লইতে দেখিবে। (সূরা আন-নিসা ৪:৬১)

৩. আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদেরকে পূর্বের অবস্থায় (মুনাফেকী অবস্থায়) ফিরিয়ে নিয়েছেন।

তোমাদের কি হইল যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হইয়া গেলে, যখন আল্লাহ তাহাদেরকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন! আল্লাহ যাঁহাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে চাও? এবং আল্লাহ কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিলে তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথপাইবে না। (সূরা আন-নিসা ৪:৮৮)

৪. মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও বেদনাদায়ক আযাবের।

মুনাফিকদেরকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে। (সূরা আন-নিসা ৪:১৩৮)

৫. তোমরা (মুমিনরা) যখন শুনবে আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের (কাফির ও মুনাফিক) সাথে বসবে না যতক্ষন না তারা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবে।

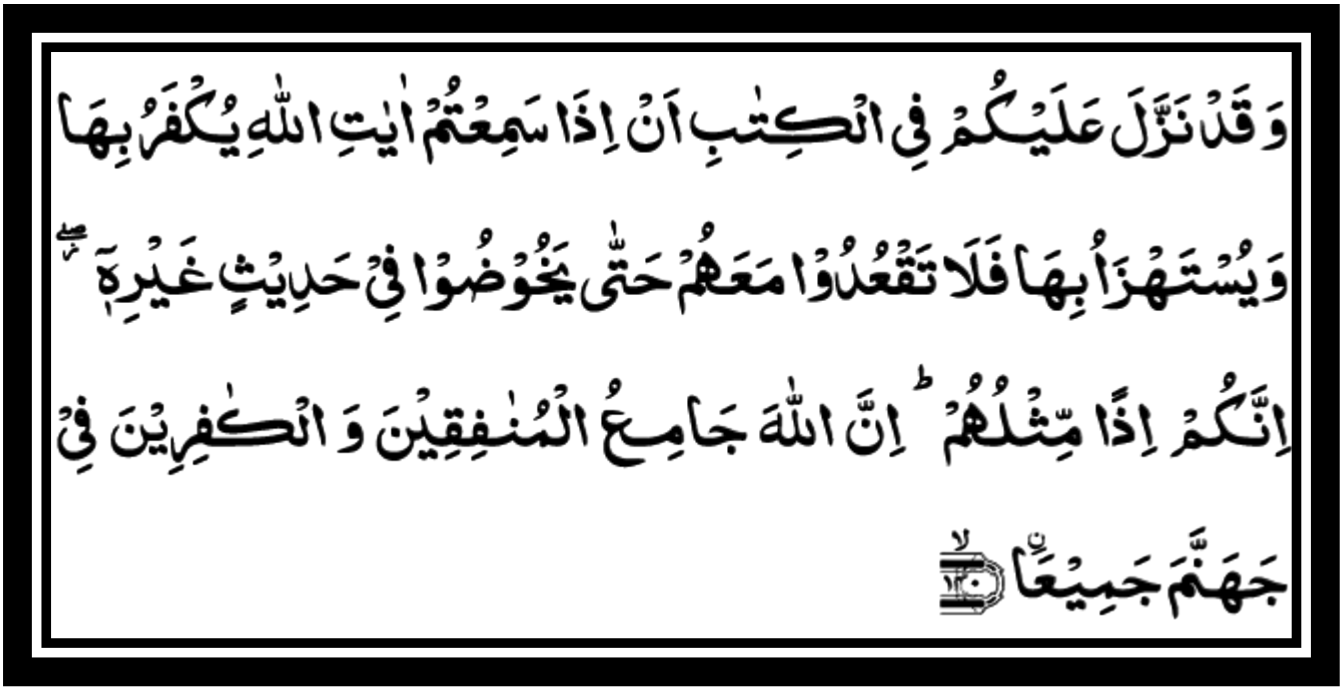

কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ন করিয়াছেন যে, যখন তোমরা শুনিবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে এবং উহাকে বিদ্রুপ করা হইতেছে, তখন যে পর্যন্ত তাহারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হইবে তোমরা তাহাদের সঙ্গে বসিও না; অন্যথায় তোমরাও উহাদের মতো হইবে। মুনাফিক এবং কাফির সকলকেই আল্লাহ তো জাহান্নামে একত্র করিবেন। (সূরা আন-নিসা ৪:১৪০)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৬. মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোকাবাজি করে।

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ
قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ۝١٤٢

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে ধোকাবাজি করে; বস্তুত তিনি তাহাদেরকে উহার শাস্তি দেন, আর যখন তাহারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সঙ্গে দাঁড়ায়-কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তাহারা অল্পই স্মরণ করে; (সূরা আন-নিসা ৪:১৪২)

৭. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۝١٤٥

মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনো কোনো সহায় পাইবে না। (সূরা আন-নিসা ৪:১৪৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল-আনফাল ৮:৪৯</u>

৮. মুনাফিকরা (বদর যুদ্ধের সময়) বলেছিল: যাদের (মুমিনদের) দীন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।

إِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ۗ
وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٤٩

স্মরণ করো, মুনাফিক ও যাঁহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা বলে, 'ইহাদের দীন ইহাদেরকে বিভ্রান্ত করিয়াছে।' কেহ আল্লাহর উপর নির্ভর করিলে আল্লাহ তো পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আত-তওবা ৯:৬৪, ৬৭, ৬৮, ৭৩, ৭৭, ৯৭, ও ১০১</u>

৯. মুনাফিকরা ভয় পায়, তাদের সম্পর্কে কোনো সূরা নাযিল না হয়।

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ
قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾

মুনাফিকেরা ভয় করে, তাহাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা না অবতীর্ণ হয়, যাহা উহাদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করিয়া দিবে! বলো, 'বিদ্রুপ করিতে থাক; তোমরা যাহা ভয় করো আল্লাহ তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন।' (সূরা আত-তওবা ৯:৬৪)

১০. তারা (মুনাফিকরা) মন্দ কাজের আদেশ করে, ভালো কাজে নিষেধ করে এবং (দান করা থেকে) তাদের হাত গুটিয়ে রাখে।

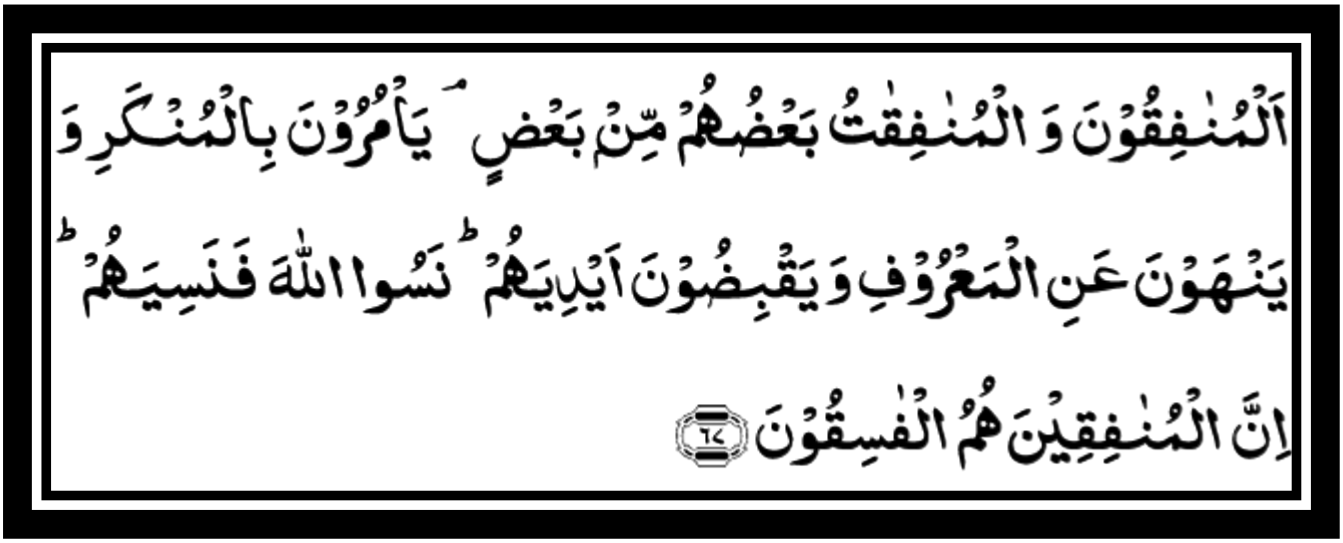
اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَ يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ
اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾

মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ, উহারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে, উহারা হাতবদ্ধ করিয়া রাখে, উহারা আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছে; ফলে তিনিও উহাদেরকে বিস্মৃত হইয়াছেন; মুনাফিকরা তো পাপাচারী। (সূরা আত-তওবা ৯:৬৭)

১১. আল্লাহ তাদের (মুনাফিকদের) লানত দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আযাব।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۙ﴿٦٨﴾

মুনাফিক নর, মুনাফিক নারী ও কাফিরদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের অগ্নিতে, যেখানে উহারা স্থায়ী হইবে, ইহাই উহাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ উহাদেরকে লা'নত করিয়াছেন উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি। (সূরা আত-তওবা ৯:৬৮)

১২. হে নবী! জিহাদ করো কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে আর কঠোর হও তাদের প্রতি।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾

হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও উহাদের প্রতি কঠোর হও; উহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। (সূরা আত-তওবা ৯: ৭৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

১৩. তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহকে দেয়া তাদের ওয়াদা খেলাফ করেছে এবং মিথ্যাচার করেছে।

فَاَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقًا فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ اِلٰى يَوۡمِ يَلۡقَوۡنَهٗ بِمَاۤ اَخۡلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوۡهُ وَبِمَا كَانُوۡا يَكۡذِبُوۡنَ ﴿۷۷﴾

পরিণামে তিনি উহাদের অন্তরে কপটতা স্থির করিলেন, আল্লাহর সঙ্গে উহাদের সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত, কারণ উহারা আল্লাহর নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিল উহা ভঙ্গ করিয়াছিল; কারণ উহারা ছিল মিথ্যাচারী।
(সূরা আত-তওবা ৯: ৭৭)

১৪. বেদুইনরা কুফুরী এবং মুনাফিকীতে কঠোর।

اَلۡاَعۡرَابُ اَشَدُّ كُفۡرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجۡدَرُ اَلَّا يَعۡلَمُوۡا حُدُوۡدَ مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوۡلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ﴿۹۷﴾

কুফরী ও কপটতায় মরুবাসীরা কঠোরতম; এবং আল্লাহ তাহার রাসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা ইহাদের অধিক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।
(সূরা আত-তওবা ৯:৯৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

১৫. কোন কোন বেদুইন ও মদীনাবাসী মুনাফিকীতে পাকা।

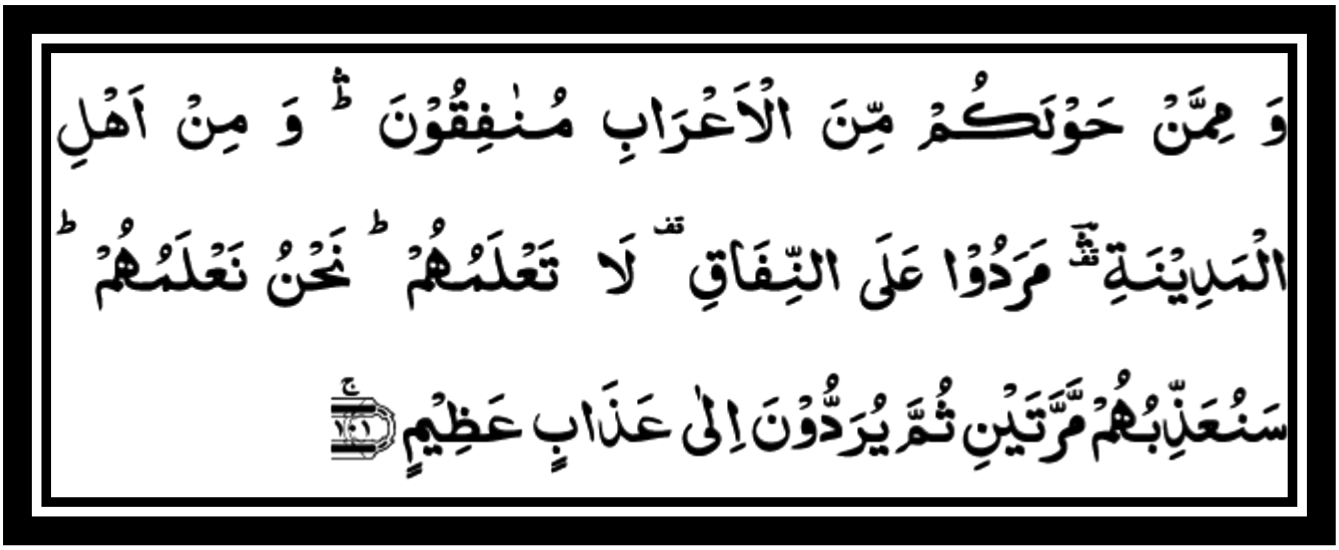
وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَ مِنْ اَهْلِ
الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۟ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ
سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾

মরুবাসীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাহাদের কেহ কেহ মুনাফিক ও মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেহ কেহ, উহারা কপটতায় সিদ্ধ। তুমি উহাদেরকে জান না; আমি উহাদেরকে জানি। আমি উহাদেরকে দুইবার শাস্তি দিব ও পরে উহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে মহাশাস্তির দিকে। (সূরা আত-তওবা ৯:১০১)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল-আনকাবুত ২৯:১১</u>

১৬. আল্লাহ অবশ্যই ঈমানদারদের ও মুনাফিকদের প্রকাশ করবেন।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ﴿۱۱﴾

আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা মুনাফিক। (সূরা আল-আনকাবুত ২৯:১১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>আল-আহযাব ৩৩:১, ১২, ২৪, ৪৮, ৬০ ও ৭৩</u>

১৭. হে নবী আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না।

হে নবী ! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান। (আল-আহযাব ৩৩:১)

১৮. (খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে) তারা (মুনাফিকরা) বলছিল, 'আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন, সেটা একটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।'

মুনাফিকরা ও যাঁহাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, 'আল্লাহ এবং তাহার রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাহা প্রতারণা ব্যাতিত কিছুই নয়। (আল-আহযাব ৩৩:১২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

১৯. আর ইচ্ছা করলে (আল্লাহ) মুনাফিকদের শাস্তি দেন, কিংবা তাদের তওবা কবুল করেন।

لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ
يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন তাহাদের সত্যবাদিতার জন্য এবং তাহার ইচ্ছা হইলে মুনাফিকদের শাস্তি দেন অথবা উহাদেরকে ক্ষমা করেন নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আল-আহযাব ৩৩:২৪)

২০. (হে নবী) তুমি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না, তাদের দেয়া কষ্ট উপেক্ষা করো আর তাওয়াক্কুল করো আল্লাহর উপর।

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَ
كَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾

তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শুনিও না, উহাদের নির্যাতন উপেক্ষা করিও, এবং নির্ভর করিও আল্লাহর উপর; কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট। (আল-আহযাব ৩৩:৪৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

২১. মুনাফিকরা অপতৎপরতায় (মদিনায় গুজব রটানো) বন্ধ না করলে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা আমরা তোমাকে প্রবল করে তুলবো।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ
فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٦٠

মুনাফিকরা ও যাঁহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহারা নগরে গুজব রটনা করে তাহারা বিরত না হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করিব; ইহার পর এই নগরীতে তোমরা প্রতিবেশীরূপে উহারা স্বল্প সময় থাকিবে; (আল-আহযাব ৩৩:৬০)

২২. আল্লাহ আযাব দিবেন মুনাফিক ও মুশরিক পুরুষ ও নারীদের।

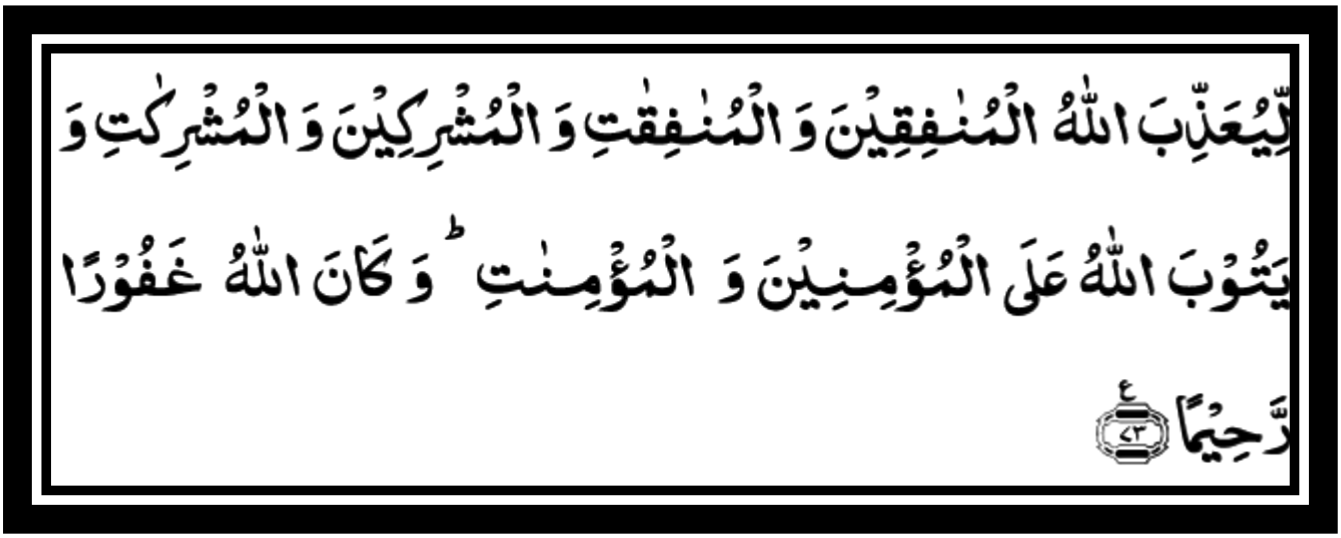
لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَ
يَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ۝٧٣

পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আল-আহযাব ৩৩:৪৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: আল-ফাতহা ৪৮:৬

২৩. তিনি (আল্লাহ) শাস্তি দিবেন মুনাফিক ও মুশরিক পুরুষ ও নারীদের।

আর তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যাহারা আল্লাহর সমন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র উহাদের জন্য, আল্লাহ উহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং উহাদেরকে লা'নত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন, উহা কত নিকৃষ্ট আবাস ! (আল-ফাতহা ৪৮:৬)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-হাদীদ ৫৭:১৩

২৪. কিয়ামতের দিন মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা মুমিনদের কাছে নূর (আলো) চাইবে। তখন মুনাফিক ও মুমিনদের সাথে স্থাপিত হয়ে যাবে একটি প্রাচীর।

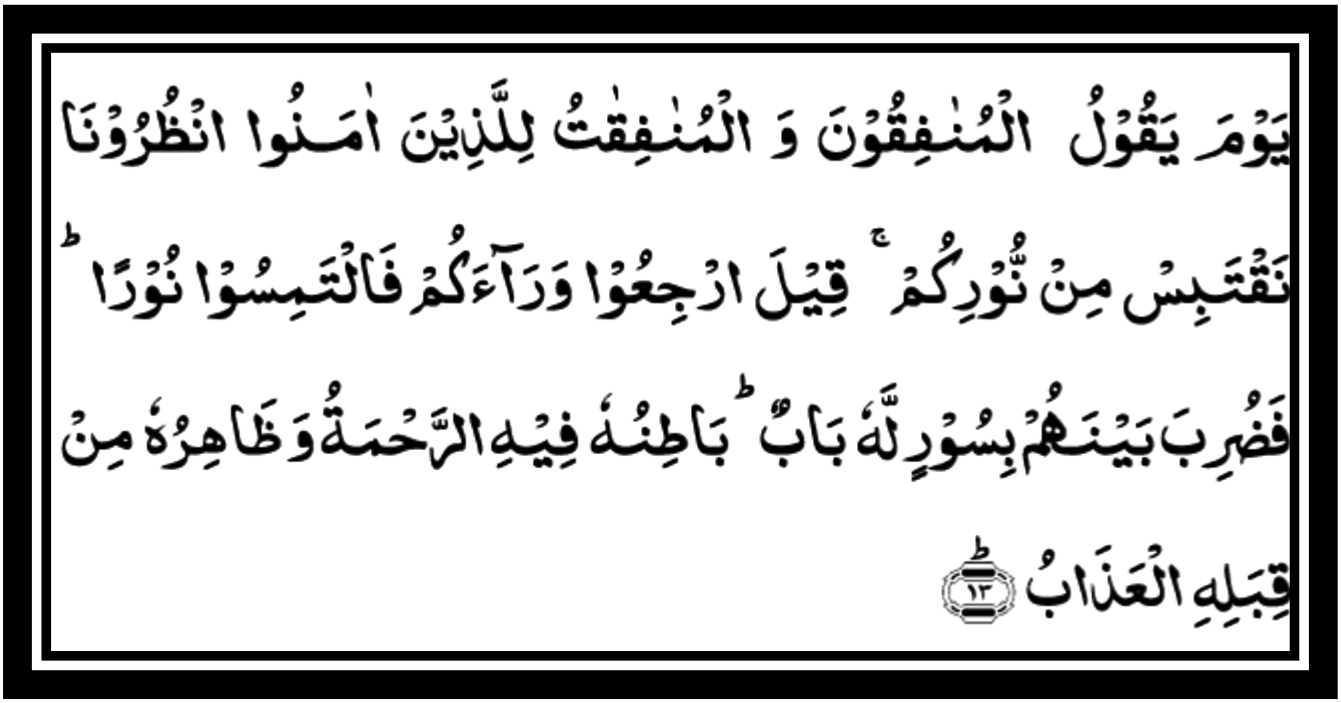

সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা মুমিনদেরকে বলিবে 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থামো, যাহাতে আমরা তোমাদের নূর (আলো) কিছু গ্রহণ করতে পারি বলা হইবে, 'তোমরা তোমাদের পিছন ফিরিয়া যাও আলোর সন্ধান করো।' অতঃপর উভয়ে মাঝামাঝি স্থাপিত হইবে একটি প্রাচীর যাহাতে একটি দরজা থাকাবে, উহার অভ্যন্তরে থাকিবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকিবে শাস্তি। (সূরা আল-হাদীদ ৫৭:১৩)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল-হাশর ৫৯:১১</u>

২৫. মুনাফিকরা বলেছিল আহলে কিতাবের কাফিরদের, তোমরা আক্রান্ত হলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

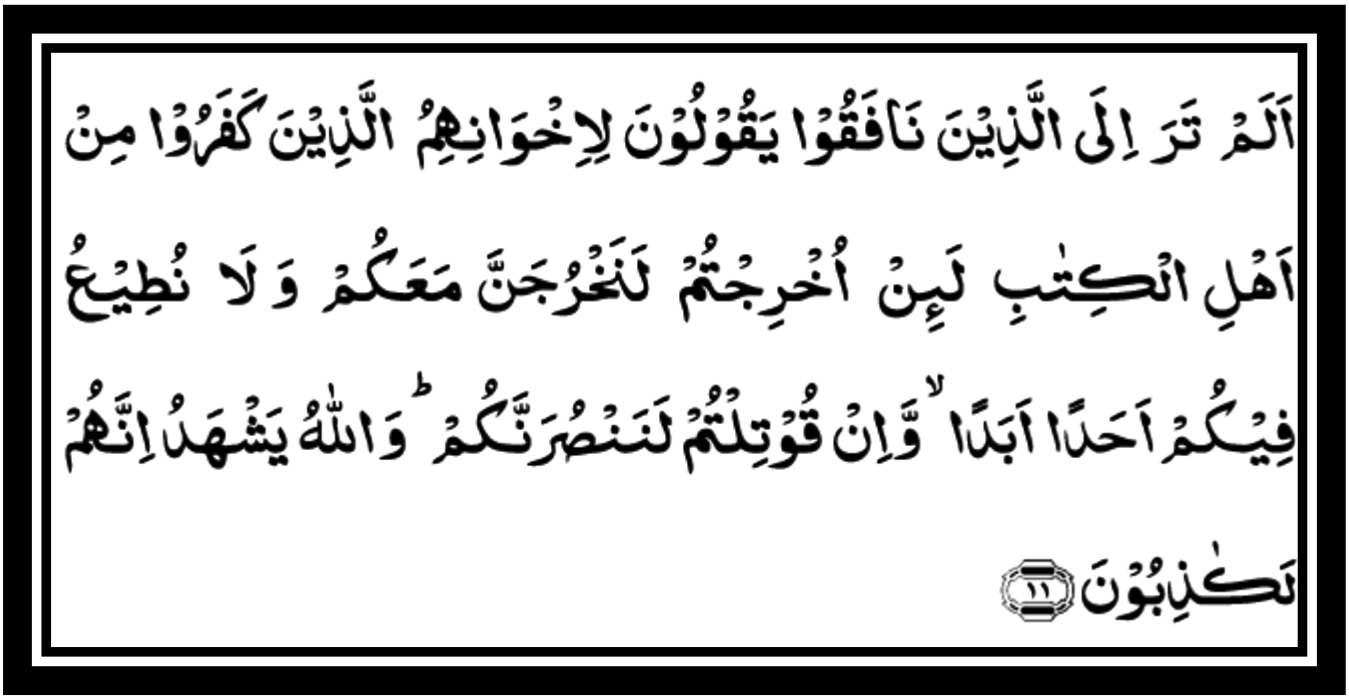

তুমি কি মুনাফিকদের দেখ নাই? উহারা কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরি করিয়াছে উহাদের সেই সব সঙ্গীকে বলে, 'তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেশ ত্যাগী হইবো এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কাহারো কথা মানবো না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হ ও আমরা অবশ্যিই তোমাদেরকে সাহায্য করিব।' কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (সূরা আল-হাশর ৫৯:১১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা মুনাফিকুন ৬৩:১

২৬. মুনাফিকরা (হে নবী, তোমাকে) বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি অবশ্যিই আল্লাহর রাসূল. তবে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট এসে তাহারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল।' আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাহার রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত-তাহরীম ৬৬:৯

২৭. হে নবী! জিহাদ করো কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হও তাদের প্রতি।

হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং উহাদের প্রতি কঠোর হও। উহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। (সূরা আত-তাহরীম ৬৬:৯)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমাদের কথা, কাজ ও অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকি মুক্ত হয়ে দুনিয়ায় জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু